# স্বামীজীর ভারতপ্রেম এবং আমরা

প্রব্রাজিকা জ্ঞানদাপ্রাণা

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক অপরিচিত ভারতীয় সন্ন্যাসী ছিলেন। তার পরদিন, ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর ভাষণের পর থেকে তিনি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে পড়েন। যাঁদের বাড়িতে তিনি থাকতেন তাঁরা সে-রাতে তাঁর জন্য প্রস্তুত করেছিলেন বিলাসবহুল কোমল শয্যা। স্বামীজী ঘরে ঢুকে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন—দেখতে লাগলেন বৈভবপূর্ণ শিকাগো শহরের দৃশ্য। তাঁর মানসপটে ভেসে উঠল পরাধীন ভারতের দৈন্যচিত্র—দরিদ্র, পদদলিত, অনাহারে ক্লিষ্ট হাজার হাজার মানুষের ছবি। তাঁর সুবিশাল নয়নদুটি থেকে ঝরতে লাগল ধারা, নিদারুণ যন্ত্রণায় মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। পদদলিত, অজ্ঞ, সেই অগণিত জনসাধারণের ভাষাহীন ব্যথা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করছিলেন, তাঁর হৃদয় রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছিল। পড়ে রইল দুগ্ধফেননিভ শয্যা। বিনিদ্র রজনী কাটল ভূমিশয়নে।

পাশ্চাত্যে যাওয়ার আগে স্বামীজী দেশের সর্বত্র ঘুরে জনসাধারণের দুর্দশা চাক্ষুষ করেছিলেন। কৃষক, শ্রমিক, বিভিন্ন বৃত্তির মানুষ নীরবে অকপটে সৎপথে অনলস পরিশ্রম করে চলেছে। দুবেলা দুমুঠো খাদ্য সংস্থানের জন্য তারা দেশের প্রয়োজনীয় পণ্য ও অন্যান্য জিনিস উৎপাদন করছে, অথচ হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পরেও তারা সেই চেষ্টায় ব্যর্থ, অর্ধভুক্ত বা অভুক্তই থেকে যাচ্ছে। সেদিন এবং আজও তারাই দেশের আসল সম্পদ।

ভারতবর্ষ ছেড়ে যাওয়ার আগে স্বামীজী গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলেছিলেন, ‘‘ভাই, ধর্মকর্ম কতদূর হলো জানি না, কিন্তু বড্ড feel করছি—সকলের জন্যই প্রাণ কেঁদে আকুল হচ্ছে।’’[১]

আরও বলেছিলেন, ‘‘হরিভাই, আমি এখনও তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছুই বুঝি না। কিন্তু আমার হৃদয় খুব বেড়ে গেছে এবং আমি অপরের ব্যথা বোধ করতে শিখেছি। বিশ্বাস করো, আমার তীব্র দুঃখবোধ জেগেছে!’’[২] স্বামীজী হয়ে উঠেছিলেন মূর্তিমান প্রেম। দরিদ্র দেশবাসীর দুঃখযন্ত্রণা দূর করার জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতের সর্বপ্রথম চাই অন্ন এবং সুশিক্ষা। এর সমাধান খোঁজার জন্যই মুখ্যত তাঁর পাশ্চাত্যগমন। জাগতিক সমৃদ্ধির শিখরে বাস করেও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে

পিছিয়ে পড়া পাশ্চাত্যের কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে তিনি দাঁড়াননি, বেদান্তের প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞানরাশি বিতরণ করেছেন সেখানে। তার বদলে চাইলেন দেশবাসীর জন্য অন্ন ও প্রযুক্তিবিদ্যা। দেশবাসীর প্রতি তীব্র প্রেম তাঁকে প্রায় পাগল করে তুলেছিল। পরবর্তী কালে ভারতে এবং অন্যত্র প্রদত্ত বক্তৃতাগুলিতে তিনি তাঁর হৃদয়ের কথা ঢেলে দিয়েছিলেন।

''প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে—জগতের সকল রহস্যই প্রেমিকের নিকট উন্মুক্ত। হে ভাবী সংস্কারকগণ, ভাবী স্বদেশহিতৈষিগণ! তোমরা হৃদয়বান হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধর পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ—কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে, কোটি কোটি লোক শত শতাব্দী ধরিয়া অর্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ—অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতগগন আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এই-সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নামযশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয়সম্পত্তি, এমন কি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিও তোমরা প্রথম সোপানে—স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ। তোমরা অনেকেই জানো, আমেরিকায় ধর্মমহাসভা হইয়াছিল বলিয়া আমি সেখানে যাই নাই, দেশের জনসাধারণের দুর্দশা দূর করিবার জন্য আমার ঘাড়ে যেন একটা ভূত চাপিয়াছিল। আমি অনেক বৎসর যাবৎ সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরিয়াছি, কিন্তু আমার স্বদেশবাসীর জন্য কাজ করিবার কোন সুযোগ পাই নাই। সেই জন্যই আমি আমেরিকায় গিয়াছিলাম। তখন তোমাদের মধ্যে যাহারা আমাকে জানিতে, তাহারা অবশ্য এ কথা জানো। ধর্মমহাসভা লইয়া কে মাথা ঘামায়? এখানে আমার নিজের রক্তমাংস-স্বরূপ জনসাধারণ দিন দিন ডুবিতেছে, তাহাদের খবর কে লয়?''[৩]

''তুমি কি অপরের জন্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ? যদি কর, তবে তোমার হৃদয়ে একত্বের ভাব বর্ধিত হইতেছে। যদি না কর, তবে তুমি একজন বড় বুদ্ধিজীবী হইতে পার, কিন্তু তোমার কিছুই হইবে না—কেবল শুষ্ক বুদ্ধিবাদী হইয়াই থাকিবে। আর যদি তোমার হৃদয় থাকে, তবে একখানি বই পড়িতে না পারিলেও, কোন ভাষা না জানিলেও তুমি ঠিক পথে চলিতেছ। ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন।''[৪]

''তোমার ভ্রাতাদের জন্য যথার্থই কি তোমার প্রাণ কাঁদিয়াছে? পৃথিবীতে এত দুঃখ-কষ্ট, এত অজ্ঞান, এত কুসংস্কার রহিয়াছে—ইহা কি তুমি যথার্থই প্রাণে প্রাণে অনুভব কর? সকল মানুষকে ভাই বলিয়া কি তুমি যথার্থই অনুভব কর? তোমার সমগ্র সত্তাই কি এই ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে? এই ভাব কি তোমার রক্তের স্রোতে মিশিয়া গিয়াছে,

তোমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে? এই ভাব কি তোমার প্রত্যেক স্নায়ুর ভিতর ঝঙ্কার তুলিতেছে? তুমি কি এই সহানুভূতির ভাবে পূর্ণ হইয়াছ? যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, তুমি প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ।"[৫]

স্বামীজী ভারতীয়দের উদ্বুদ্ধ করেছেন হৃদয়কে প্রসারিত করতে, শিখিয়েছেন দেশবাসীর বেদনা অনুভব করতে। আমাদের খাওয়া-পরা-থাকা—সংক্ষেপে বলতে গেলে সবগুলি মৌলিক প্রয়োজন এবং তদতিরিক্ত সকল প্রয়োজনই এই 'mass' বা জনসাধারণের পরিশ্রমের ফল। তারাই আমাদের পরমাত্মীয়, আমাদের রক্ত-মাংসের অংশ।

খেতে বসে আমাদের মনে রাখতে হবে, থালায় যে-খাদ্য পরিবেশন করা হয়েছে সেটি সাধারণ মানুষেরই পরিশ্রমের ফল। বস্ত্র পরিধানের সময় অগণিত অজানা-অচেনা মানুষের কথা মনে রাখতে হবে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বস্ত্র আমাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। মনে মনে তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে, তাদের কল্যাণের জন্য অবশ্যই প্রার্থনা করতে হবে। দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসের প্রতি এবং যারা সেসব উৎপাদন করছে তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। সম্ভব হলে তাদের কাছে গিয়ে বা কিছুদিন তাদের সঙ্গে থেকে দেখতে হবে, কত কষ্টের মধ্য দিয়ে তাদের জীবনযাপন করতে হয়। তবেই বুঝতে পারব, জিনিসের অপচয় করা কতখানি অন্যায়! সংবেদনশীল মন ও বুদ্ধি দিয়ে তাদের উন্নতির চেষ্টা যদি করি, আন্তরিক হলে সঠিক পথ খুঁজে পাব।

স্বামীজী বলেছেন, ''যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি।"[৬]

আমরা যেন বিশ্বাসঘাতক না হই। স্বামীজী আরও বলেছেন, ''এই জীবন ক্ষণভঙ্গুর, জগতের ধন মান ঐশ্বর্য—সকলই ক্ষণস্থায়ী। তারাই যথার্থ জীবিত, যারা অপরের জন্য জীবনধারণ করে। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ বেঁচে নেই, মরে আছে।"[৭]

আমরা যেন আমাদের হৃদয়কে, নিজেদের অনুভূতিকে প্রসারিত করতে পারি। স্বামীজীর উপলব্ধি—''সম্প্রসারণই জীবন, সংকোচনই মৃত্যু।" আমরা যেন সংকীর্ণ স্বার্থপরতার গণ্ডি ভেঙে বেরোতে পারি; নিঃস্বার্থভাবে অন্যকে ভালবাসার আনন্দ অনুভব করতে পারি। বিশেষত ভারতের জনসাধারণকে ভালবেসে মনপ্রাণ ঢেলে যেন তাদের সেবা করতে পারি। স্বামীজী বলেছেন, ''দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব—যারা দরিদ্র, মূর্খ, তারাই তোমাদের ঈশ্বর হোক।" সেই ঈশ্বরের সবরকম সেবা করতে যেন আমরা এগিয়ে যেতে পারি। অন্ন দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে, প্রশিক্ষণ দিয়ে—মাতৃভূমি ভারতবর্ষের প্রতি আমাদের ভালবাসার প্রমাণ যেন দিতে পারি এবং যথার্থ অর্থে ভারতীয় হতে পারি, প্রকৃত দেশপ্রেমিক হতে পারি। ✠

## তথ্যসূত্র


১। সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ১৯৯১), পৃঃ ১

২। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *যুগনায়ক বিবেকানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয় , ২০০১), খণ্ড ১, পৃঃ ৩৪০

৩। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১), খণ্ড ৫, পৃঃ ৮৯

৪। তদেব, খণ্ড ২ (২০০০), পৃঃ ১৮০

৫। তদেব, খণ্ড ৮ (২০০০), পৃঃ ২৪৪

৬। স্বামী বিবেকানন্দ, *পত্রাবলী* (উদ্বোধন কার্যালয় : ২০১৭), পৃঃ ২৬৮-৬৯

৭। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১৫১